দৈনিক খবর

তারিখ 04 JAN 1999
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

ইংরেজী বাধ্যতামূলক করায় শিক্ষার মান বাড়বে ঃ শিক্ষামন্ত্রী

শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম বলেছেন যে, প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ইংরেজীকে দ্বিতীয় আবশ্যক ভাষা হিসেবে চালু করায় দেশের শিক্ষার মান বৃদ্ধি পাবে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশী ছাত্রদের শিক্ষা লাভের পথকে সুগম করবে।

বাসস জানায়, শিক্ষামন্ত্রী গতকাল মঙ্গলবার তার সরকারী বাসভবনে বাসস-এর সাথে আলাপকালে বলেন, এ পর্যন্ত তৃতীয় থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত দ্বিতীয় বাধ্যতামূলক ভাষা হিসেবে ইংরেজী পড়ানো হচ্ছে।

শেষ পৃষ্ঠায় ১ম কলামে

ইংরেজী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ইংরেজী চালু করার সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত সম্পর্কে শেখ শহীদ বলেন, শিক্ষা জীবনের শুরুতেই ছাত্র-ছাত্রীরা বাংলা ভাষার পাশাপাশি ইংরেজী শিক্ষার সুযোগ পাবে।

পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত অনুসারে তৃতীয় শ্রেণী থেকে ইংরেজী চালু করার ফলশ্রুতিতে ছাত্র-ছাত্রীরা মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার বাধ্যতামূলক ইংরেজী বিষয়ের প্রস্তুতিতে সংক্ষিপ্ত সময় পেত।

শেখ শহীদ বলেন, প্রাথমিক পর্যায়ে ইংরেজী শিক্ষা না থাকায় অভিভাবকদের তাদের ছেলে-মেয়েদের কিণ্ডার গার্টেনে ভর্তি করার একটি প্রবণতা তাড়া করে ফিরতো।

শিক্ষামন্ত্রী আরো বলেন, সরকার রাষ্ট্র ভাষা বাংলার ওপর তার অগ্রাধিকার অব্যাহত রাখবেন। তিনি বলেন, জাতীয় জীবনের সকল স্তরে বাংলা ভাষার প্রবর্তন ও প্রয়োগ যথারীতি বহাল থাকবে এবং বিদেশের সাথে যোগাযোগের ব্যাপার ছাড়া আর কোথাও এর ব্যতিক্রম হবে না।

শেখ শহীদ বলেন, বৃহত্তর আন্তর্জাতিক পটভূমিতে একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে আমাদের অবশ্যই একটি আন্তর্জাতিক ভাষা শিখতে হবে।

এক প্রশ্নের উত্তরে শেখ শহীদ বলেন, সরকার আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ইংরেজী বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করবে।